আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

Interfaith Dialogue

Religio-Social Context of Bangladesh

প্রফেসর ড. মুহা. আবদুর রহমান আনওয়ারী

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থট (বিআইআইটি)

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ
বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

প্রফেসর ড. মুহা. আবদুর রহমান আনওয়ারী

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মূল্য
৩০০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-37-0259-3

প্রচ্ছদ
আব্দুল্লাহ আল মারুফ

প্রকাশক
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অবইসলামিক থট (বিআইআইটি)
বাড়ি ৪, রোড ২, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০
মোবাইল: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩ ৯৪৭, ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৮

Interfaith Dialogue: Religio-Social Context of Bangladesh Written by Professor Dr. Md. Abdur Rahman Anwari, Published by Research Division, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House 4, Road 2, Sector 9, Uttara Model Town, Dhaka 1230, Bangladesh, Cell: +880 01400403947, 01400403958, E-mail: publicationbiit@gmail.com, Publishing year 2024, Price: Tk.300 / $10

সূচি

ভূমিকা ৫

প্রথম অধ্যায় : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ধারণা, স্বরূপ ও বিকাশ ৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সংজ্ঞা ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি ও পরিধি ২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ৪৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূলনীতি ও পদ্ধতি ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকা ৭৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় সমস্যা নিরসনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকা ৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যা নিরসনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকা ১০৫

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উন্মেষ ও বিকাশধারা ১২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ১২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উন্মেষ ১২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বিকাশধারা ১৪৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধি ১৬৯

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যকরে চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয় ১৭১

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের চ্যালেঞ্জ ১৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পথে সংকট উত্তরণের সম্ভাবনা ১৭৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যকর করার ক্ষেত্রে করণীয় ও সুপারিশমালা ১৮৯

উপসংহার ১৯২

তথ্যপঞ্জি ১৯৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য দিয়েছেন সঠিক দিকনির্দেশনা। ফলে যুগে যুগে মানুষের জন্যই ধর্ম তথা জীবনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। দুরুদ ও সালাম সেই নবী মুহাম্মদ স.-এর প্রতি, যিনি সর্বশেষ বার্তাবাহক হিসেবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণে সত্যধর্ম ইসলাম প্রচার করেছেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অভিধা। সাধারণত দুই বা ততোধিক ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয়ে মৌখিক বা লিখিত উপায়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও কথোপকথনকে 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ' বলা হয়। বর্তমান সমাজে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও পরিস্থিতিতে সভাসমাবেশ, সম্মেলন ও সেমিনারে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রম ও গবেষণায়, সামাজিক অনুষ্ঠান ও লেনদেনে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ পারস্পরিক ভাব ও তথ্যাদি বিনিময় করছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল জনপদেই মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম অনুসরণ করে। ধর্ম সমাজবদ্ধ মানুষের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। কিন্তু কোনো সমাজে একাধিক ধর্ম অনুসৃত হলে সেখানে মানুষের মাঝে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে; এমনকি তখন সহিংস ঘটনাও ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় সেখানে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ না করলে দেখা দিতে পারে বহুবিধ সমস্যা। আর এ সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক পরিচিতি, পরস্পরের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এগুলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এজন্য মানবীয় বিপর্যয় রোধে সহাবস্থান, মানবাধিকার রক্ষা, পারস্পরিক স্বীকৃতি আদায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, সন্ত্রাস মোকাবিলা ইত্যাদি বিভিন্ন

কারণে সারা বিশ্বে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষার নিমিত্তে বিভিন্ন ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং, মানবসমাজে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশেও বৃটিশ আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজনের প্রয়াস চালানো হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্ভূত সমস্যার প্রভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত, ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙা ও মায়ানমারে রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে সেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সেসব সমস্যা মোকাবিলা করেন। এমনকি সন্ত্রাস মোকাবিলায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এ প্রেক্ষাপটে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড রিলিজয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে ২০০৮ ও ২০১০ সালে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। খ্রিষ্টান মিশনারী চার্চসমূহ এবং ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনও এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করে। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে দেশের প্রতিটি বিভাগ ও জেলা-উপজেলায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হয়। এসব সংলাপ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সংলাপের স্বরূপ ও প্রয়োগকৌশল কেমন এবং কীভাবে মানবসমাজের সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে– তা একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর জন্যই এ গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত ২০২০-২০২১ সেশনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে রচিত একটি গবেষণাকর্মের ফসল। বর্তমানে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও

মাস্টার্সে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ওপর কোর্স চালু রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে, সেজন্য মূল গবেষণাপত্রের ভাষা আরও সাবলীল করে নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের বিশেষ উপকারে আসবে।

পরিশেষে, গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ-কে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
প্রফেসর, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রথম অধ্যায়

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের স্বরূপ ও বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সংজ্ঞা ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি ও পরিধি ২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ৪৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূলনীতি ও পদ্ধতি ৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সংজ্ঞা

প্রথম অনুচ্ছেদ: সংলাপের অর্থ

সাধারণত 'সংলাপ' মানে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময়, আলাপ আলোচনা করা। পারিভাষিক অর্থে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মাঝে আলাপ আলোচনা করা কিংবা মতবিনিময় করাকে সংলাপ বলা হয়।

সংলাপের আভিধানিক অর্থ

বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে 'সংলাপ' পদবাচ্যটির ব্যবহার লক্ষ্ণীয়। বাংলা ভাষায় এটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যা কয়েকটি শব্দ (সম্+লপ্+অ)-[১]এর সমষ্টি। এর অর্থ: আলাপ, কথোপকথন, নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা[২] ইত্যাদি। 'সংলাপ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'সং' শব্দের অর্থ সঙ্গে, সম বা সমান।[৩] সুতরাং সংলাপ মানে সমান অবস্থানে থেকে বা সমান সুযোগ নিয়ে আলাপ আলোচনা বা পারস্পরিক আলোচনা।

আরবিতে সংলাপ-এর প্রতিশব্দ 'আল-হিওয়ার' (الحوار) ব্যবহৃত হয়। 'হিওয়ার' (حوار) শব্দটি حور ধাতুমূল থেকে উৎপত্তি। ইবনে মানযুর বলেন: এর অর্থ (هو رجوع عن الشيء إلى الشيء); কোনো কিছু থেকে ও দিকে প্রত্যাবর্তন করা, আর محاورة শব্দের অর্থ হলো, সাড়াদান, কথা আদান প্রদান ইত্যাদি।[৪] কোনো কথা শুনে তাতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। পরিপূরক কিছু বলা বা কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করা ইত্যাদি।

---

১ সম্পাদকমণ্ডলী, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৩), পৃ.১১০২।

২ প্রাগুপ্ত।

৩ যোসেফ বিশ্বাস, জাতীয় সংলাপ সেমিনার ১৯৯২-এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, (মাসিক মঙ্গলবার্তা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা), পৃ.২৩।

৪ ইবনে মানযুর আল ইফরীকী, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারুর সাদের, ১ম সং), ৪খ, পৃ. ২৭৪।

হাদিসে নববীতে الحور। শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহর রাসুল সা. الحور بعد الكور থেকে পানাহ চাইতেন। এর অর্থ হলো; (النقصان بعد الزيادة) কোনো কিছু বৃদ্ধির পর তা আবার কমে আসা অর্থাৎ পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসা।[৫]

আল কুরআনে এ অর্থটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সূরা ইনশিকাকে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ ﴾

"নিশ্চয় সে মনে করেছে যে, আর কখনই সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে না।"[৬]

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী বলেন: 'লাঁই-ইয়াহূরা' (لن يحور) এর অর্থ হলো: لن يرجع "সে কখনই ফিরে যাবে না"।[৭] তাহলে হিওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন কারণে পূর্বের কথা বা বিষয়ে ফিরে দেখা।

আল কুরআনে সংলাপ অর্থে একই মূল ধাতুতে হাওয়ারা (حَاوِر)মুহাওয়ারহ (محاورة) শব্দে হিওয়ার পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

'তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলল, 'সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী'। (সূরা কাহফ: ৩৪)

অর্থাৎ যে কথায় শ্রোতার পক্ষ থেকে আরো কথা আসে বা পরস্পরে কথা হয়, সে ধরনের কথোপকথন হলো 'হিওয়ার'।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন : يحاوره এর অর্থ হলো يراجعه অর্থাৎ, কথা জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর দেয়া।[৮]

---

৫ আবু আব্দুর রহমান নাসাঈ, *আস সুননানুল কুবরা* (বৈরুত, দারুল মারিফা, ৫ম সং) হাদিস নং: ৫৫১৩, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৬৬

৬ আল কুরআন, সুরা ইনশিকাক ৮৪ : ১৪

৭ মুহাম্মদ আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, (দামিশক: দারুল ফিকর, তাবি) সূরা ইনশিকাকের ১৪নং আয়াতের তাফসীর, খ ৭, তা বি, পৃ. ৪৫৪

৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ কুরতুবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩), খ ১০, পৃষ্ঠা, ৪০৩

এভাবে আল কুরআনে 'হিওয়ার' এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'তাহাওর' (تحاور) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا [المجادلة : ١

"আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করছিলেন।" (সূরা মুজাদালাহ : ১)

এদিকে আরবি 'হিওয়ার' শব্দটির ইংরেজিতে বিভিন্ন অর্থ করা হয়। যেমন : The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic মতে 'হিওয়ার'(حوار) অর্থ: Conversation , dialogue, argument, dispute etc.[৯] এতে দেখা যায়, হিওয়ার মানে কথোপকথন, সংলাপ, যুক্তিপ্রদর্শন, যুক্তিখণ্ডন ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার রয়েছে। তবে ব্যবহারে হিওয়ার শব্দের জন্য dialogue শব্দটিই অধিক প্রচলিত।

ইংরেজিতে 'সংলাপ' এর প্রতিশব্দ ডায়ালগ (Dialogue) ব্যবহৃত হয় ।এর অর্থ করা হয়, সংলাপ, কথোপকথন, মত বিনিময়।[১০] এটি গ্রিক শব্দ dia ও logos, legein থেকে উৎসারিত। dia অর্থ যার মধ্য দিয়ে, যার সংযোগে (across, through it) এবং legein এর অর্থ কথা বলা (to speak) । এর অর্থ পরস্পরে কথা বলা।

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English নামক বিখ্যাত ডিকশনারিতে এর অর্থ করা হয়: conversation or talk, exchange of views (between leaders etc.), talk: long dialogue between two comedians.[১১]

সুতরাং বুৎপত্তিগত দিক দিয়ে ইংরেজি Dialogue মানে কথোপকথন ও মতবিনিময়। যা বাংলা শব্দ 'সংলাপ' ও আরবি 'হিওয়ার' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

৯ *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* , Ed. J M. Cowan, (New York : Spoken Language Services, Inc. 1976) p. 213

১০ *Bangla Academy English Bengali Dictionary*, Ed. Zillur Rahman Siddiqui,.. (Dhaka, Bangla Academy Press, 2nd ed. 2010) p.211

১১ A S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford : Oxford University Press, 1987), p. 238

যদিও আরবিতে 'হিওয়ার' (حوار) শব্দটি আরো ব্যাপকার্থক। এতে যুক্তিপ্রদর্শন, যুক্তিখণ্ডন বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়।

সংলাপের পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় সংলাপ প্রত্যয়টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলে ব্যবহৃত। এর একটি সাধারণ অর্থ রয়েছে। সাধারণ অর্থে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মাঝে আলোচনাকে সংলাপ বলে। যেমন: কোন নিজের মন বা সত্তার সাথে সংলাপ, পারিবারিক সংলাপ, সামাজিক সংলাপ, কূটনৈতিক সংলাপ, ধর্মীয় সংলাপ ইত্যাদি। বিভিন্ন কোম্পানি বা দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনায় বা নাটকের স্ক্রিপচারে এটির ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ অর্থে বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতবর্গ সংলাপ পদবাচ্যটি সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। যার সারমর্ম প্রায় কাছাকাছি।

ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে সংলাপের পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে:

> A discussion between representatives of parties to a conflict that is aimed at resolution
>
> অর্থাৎ, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে পক্ষে-বিপক্ষের উভয় দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাই সংলাপ।[১২]

দি নিউ লেক্সিকন ওভেস্টার্স ডিকশনারি (*The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*) তে বলা হয়:

> Dialogue: a literary work in conversational form; Conversation in a novel, play, movie etc.
>
> ডায়ালগ হলো: কথোপকথনের অবয়বে এক ধরনের সাহিত্যিক কর্ম; উপন্যাস, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির বাক্যালাপ বিশেষ।[১৩]

নিউ ওভেস্টার্স ডিকশনারী (*New Webster's Dictionary of the English Language*)-তে বলা হয়:

---

১২ দেখুন: https://www.merriam-webster.com/dictionary/dialogue

১৩ *New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*, (New York: Lexicon Publications, 1987), p.263

"Dialogue: a conversation between two or more persons; a formal conversation in theatrical performances, a composition in which two or more persons are represented as conversing on some topic; a frank exchange of ideas or views on a specific issue in an effort to attain mutual understanding."

ডায়ালগ হলো: দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে বাক্যালাপ; নাটকে সুবিন্যস্ত কথোপকথন; এটা যে কোনো বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক আলোচনা; এটা সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক বুঝাপড়ার নিমিত্ত আন্তরিক উন্মুক্তভাবে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিনিময়।"[১৪]

দি ওয়ার্ল্ড বুক ডিকশনারি (*The World Book Dictionary*)-তে এর সংজ্ঞায় বলা হয়:

"Dialogue: 1. Conversation, 2. Conversation in a play, story, novel, or other literary or dramatic work; conversation written out, 3. a literary work in the form of a conversation 4. An airing of views; discussion 5. Music, a composition for two instruments or voices, or two groups of instruments or voices, each responding to other."

ডায়ালগ হলো: ১. কথোপকথন, ২. নাটক, কাহিনী, উপন্যাস বা কোনো সাহিত্যকর্মে কথোপকথন; লিখিত বাক্যালাপ, ৩. কথোপকথনের আদলে সাহিত্যিক উপস্থাপনা, ৪. দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ানো, পর্যালোচনা, ৫. সংগীত, সংগীতের যন্ত্র অথবা শব্দের মাঝে সংযোজন অথবা দু' ধরনের যন্ত্রাদির বা শব্দের মাঝে সংযোজন, যাতে একটির তালে আরেকটি সাড়া দেয়।[১৫]

এ সাপ্লিম্যান্ট টু দ্যা অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি (A Supplement to the Oxford English Dictionary) তে বলা হয়:

---

১৪ *New Webster's Dictionary* p.432

১৫ *The World Book Dictionary* (London , 1980) Vol. 1, p. 578

> "In politics, discussion or diplomatic contract between the representatives of two nations, groups, or the like; hence gen, valuable or constructive discussion or communication."
>
> রাজনীতিতে ডায়ালগ হলো: দুই জাতি, দল বা এরূপ সমষ্টির প্রতিনিধিদের এমন আলোচনা বা কূটনৈতিক সম্মিলন, যাতে সাধারণত মূল্যবান বা গঠনমূলক আলোচনা বা যোগাযোগ হয়।[১৬]

এনসাইক্লোপেডিয়া অফ কনটেম্পরারি ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (Encyclopedia of Contemporary International Affairs) গ্রন্থে এর সংজ্ঞায় বলা হয়:

> "The term is used in logic and means the art or practice of examining ideas logically, often by question and answer, so as to determine their validity."
>
> এ পরিভাষাটি যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। যেখানে এটি কোনো ধারণাকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে পরীক্ষা করার শিল্পকলা বা অনুশীলনকে বুঝায়। কখনো কখনো প্রশ্নোত্তর ও সেরূপ প্রক্রিয়ায় সে ধারণার বৈধতা নিরূপণ করা হয়।[১৭]

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে সংলাপ বা ডায়ালগের কয়েকটি রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

প্রথমত: এটি দুই বা ততোধিক দলের মাঝে বাক্যবিনিময় বা কথোপকথন

দ্বিতীয়ত: এটি মৌখিক, লিখিত বা অন্য কোনো উপকরণের মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন: সংগীতের উপকরণ বা যন্ত্রাংশ।

তৃতীয়ত: এটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও উন্মুক্ত মন ও ভাবভঙ্গিতে সম্পাদিত হয়।

চতুর্থত : এটি পারস্পরিক আলোচনা, এমনকি রাজনীতি, কূটনীতি, শিল্পকলা, ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

---

১৬ *A Supplement to the Oxford English Dictionary*, (Oxford, 1986) Vol. 1, p. 791

১৭ M.G. Gupta, *Encyclopedia of Contemporary International Affairs*, (Agra: Y.K. Publishers, 1986) Vol. 1, p.165